

সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ : আমাদের অভিমত *

বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি

যশোর, ২৭ এপ্রিল '৯৮

গত ৭ই এপ্রিল (১৯৯৮) স্থানীয় দৈনিক লোকসমাজে প্রকাশিত 'কেছা : অতঃপর কোরবানী কেছা' শীর্ষক নিবন্ধটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে এবং পরবর্তী তীব্রপ্রতিক্রিয়াও আমরা গভীর উদ্বেগের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। এ যাবৎকাল আমরা উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখেছি এবং তাৎক্ষণিক মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছি।

বেনজীন খানের এই নিবন্ধ ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাসকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে এবং তারা ব্যথিত হয়েছেন। আমরাও লেখকের এ ধরনের বক্তব্যে বিব্রতবোধ করছি। আমরা তার লেখার উপস্থাপন ভঙ্গি, শিরোনাম, ভাষাগত অমার্জিত রূপ ইত্যাদির সঙ্গে অবশ্যই দ্বিমত পোষণ করি। নিবন্ধটি যথেষ্ট যৌক্তিক, তথ্যনির্ভর এবং পরিমার্জিত হওয়া উচিত ছিল।

তবে, লেখক হিসাবে যে কেউ ভিন্নমত ব্যক্ত করতেই পারেন। মুক্তচিন্তা করার অধিকার মানুষের জন্মগত। একজন তার নিজস্ব জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে নতুন কোন ব্যাখ্যা দিতেই পারেন। তা গ্রহণ করা বা না করাটা পাঠকের নিজস্ব অধিকার। এ বিষয়ে কোন পক্ষকেই জোর জবরদস্তি করা ঠিক নয়। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা যদি কেউ অন্যকে কথা বলার সুযোগ না দেই, কাউকে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে না দিই, আমরা যদি তার মুন্ডুপাত করি, তার ফাঁসির দাবী করি, একমাত্র ভিন্নবিশ্বাসের কারণে তাকে চাকুরীচ্যুত করি- তবে তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। একমাত্র নিজেদের গোষ্ঠীগত বিশ্বাসকে মানুষের মনে জোর করে চাপিয়ে দিলে, নতুন কোন মত প্রকাশের অধিকারকে রুদ্ধ করলে- তাতে সমাজের অগ্রগতিই রুদ্ধ হয়ে যায়। সমাজ নতুন নতুন বক্তব্য ও সত্যের প্রতিযোগিতায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এমন অসংখ্য নজীর চোখে পড়ে যারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বরণ করে নিয়েছেন চরম আত্মত্যাগ ও লাঞ্ছনা। বিশ্বাস নয় যুক্তি, এই মতবাদে বিশ্বাস করার অপরাধে মোতাজ্জিলা

* যশোর থেকে প্রকাশিত লোকসমাজ পত্রিকায় বেনজীন খানের 'কেছা : অতঃপর কোরবানী কেছা' (৭ই এপ্রিল, '৯৮) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সমগ্র দেশব্যাপী তীব্র বিতর্ক-আলোচনা-সমালোচনা'র সূত্রপাত ঘটে; এবং লেখাটির ভ্রান্ততা প্রমাণ করার জন্য যশোর জেলা ইমাম পরিষদ 'কোরবানী ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)' শিরোনামে অপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। পরবর্তীতে সমগ্র পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে যশোরের বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি বর্তমান প্রবন্ধটি প্রকাশ করে। আন্তর্জালগুলির সুধী পাঠকের বিবেচনার জন্য যুক্তিবাদী সমিতি'র আলোচ্য প্রবন্ধটি বেনজীন খান সম্পাদিত "পশু কোরবানী একটি বিকল্প প্রস্তাব (সংস্কার আন্দোলন; ১ জানুয়ারী, ২০০৫)" গ্রন্থ থেকে অনুলিখিত।

গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা আবুজার গিফারীকে আরবের মরুভূমিতে খাবার ও পানি ছাড়া বেঁধে রেখে হত্যা করা হয়েছিল। পণ্ডিত জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপারনিকাসকে “সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলো আবর্তন করছে” এই বক্তব্য দীর্ঘ ১৪ বছর গোপন রাখতে হয়েছিল। এই মতবাদে বিশ্বাস করার অপরাধে গিওদার্নো ব্রুনোকে ধর্মযাজকেরা নির্মমভাবে পুড়িয়ে মেরেছিল। গ্যালিলিওকে একই অপরাধে দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। “পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে” এই বক্তব্য ধর্মীয়গ্রন্থের বক্তব্যের সঙ্গে মেলেনি। কিন্তু সমাজ ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় কোপারনিকাস, ব্রুনো ও গ্যালিলিওর বক্তব্যের সঠিকতায় প্রমাণিত হয়েছে। ধর্মীয় পুরোহিতরা পারেননি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জোরে সূর্যকে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরাতে। আত্মত্যাগী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষেরাই একের পর এক রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করেছে। সত্য প্রকাশের অপরাধে নির্যাতন ও হত্যার অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাসকে কালিমা লেপন করেছে।

বেনজীন খানের বক্তব্য নিয়ে যে উন্মোক্ততা চলছে তাতে মনে হয় না “ইসলাম শান্তির ধর্ম”, “ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই”। মনে হয় সবাই বিস্মৃত হয়েছেন আল্লাহর মহান বাণী “ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে ক্ষমা”। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জে বলেছিলেন - “তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না”। তাহলে কে আমরা ধর্মীয় উন্মাদনার বিষবাস্প ছড়িয়ে মানুষের গলা টিপে ধরতে চাই? আজ বেনজীন খানের শান্তি ও ফাঁসির দাবীতে যারা রাজপথ সরগরম করেছেন তাদের মধ্যে আমরা ভিন্নধর্মের অনুসারীদেরও লক্ষ্য করেছি। যারা এক ওয়াক্ত নামাজও আদায় করেন না তাদেরকেও দেখেছি ইসলামের বড় হেফাজতকারী সাজতে।

দৈনিক লোকসমাজের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা, সম্পাদক ও লেখককে অব্যাহতি দেওয়ার পরেও তারা শান্ত হননি, তারপরেও লোকসমাজের কপি পোড়ানো হয়েছে। আমরা মনে করি বেনজীন খানের নিবন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে ব্যক্তিগত, ব্যবসাগত ও রাজনৈতিক ইন্ধনকেও খতিয়ে দেখতে হবে।

সমাজে হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানীসহ ইন্ধনকেও খতিয়ে দেখতে হবে। সমাজে হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানীসহ অনেক বড় বড় অপরাধের নায়কেরাও যখন বুক ফুলিয়ে নির্বিঘ্নে মাথা উঁচু করে চলে তখন আমাদের প্রতিবাদের ভাষা কোথায় থাকে? আমরা তো একটিবারও তাদের ফাঁসির দাবীতে সোচ্চার হই না? ধর্মান্ব মানুষের দৃষ্টিতে এরা হয়তো অপরাধী নয়। কারণ, এরা আর যাই করুক প্রচলিত বিশ্বাসকে তো ভঙ্গ করে না, প্রচলিত ধর্মকে তো আঘাত করে না। এজন্যই হয়তো বেনজীন খান সবার সেরা অপরাধী! এ জন্যই তার চাকুরীর অধিকার নেই, এজন্যই তার লোকসমাজে অবাধ বিচরণের অধিকার নেই! তবে বিস্মিত হই আমরা একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এখনও চিন্তা ও মননে মধ্যযুগে রয়ে গেছি।

আমরা বেনজীন খানের পক্ষে সাফাই গাইতে বসিনি। আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। আমাদের লড়াই সমস্ত অযৌক্তিক বিশ্বাস, অসংগতি, কুসংস্কার ও বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তার বিরুদ্ধে। আমরা চাই মুক্তচিন্তা বিকাশের মাধ্যমে তা সত্য আবিষ্কৃত হোক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে চিরসত্য বা অন্তিম সত্য বলে কিছুই নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কারে আমাদের সংস্কার ও বিশ্বাস আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু তাতে সে আবিষ্কার

মিথ্যে হয়ে যায় না। সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে বরং নতুন জীবনবোধকে মেনে নিতে হয়। তা না হলে পৃথিবীটাই স্থির ও অনড় হয়ে পড়তো।

আজ ধর্মীয় আচরণসমূহ অনেকাংশেই মূল আবেদন হারিয়ে এক সামাজিক অনুশাসনে তথা আচারে পরিণত হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার ভয়ে নয়, বরং লোকলজ্জার ভয়ে, সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে ধর্মপালন আজ স্বাভাবিক প্রবণতা। কোরবানীও এমনই আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। যে যত বেশি ও যত বড় পশু কোরবানী করেন তার সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি তত বাড়ে। আমরা দেখেছি অবৈধ সম্পদ ও কালো টাকার মালিকেরা সবচেয়ে ঘটা করে ধর্ম আচরণ পালন করেন।

বেনজীন খানের নিবন্ধের বিপরীতে কোরবানী ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শীর্ষক ইমাম পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত নিবন্ধটিও আমরা পাঠ করেছি। এর সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে একটি বিষয়ে কিছু না বললেই নয়। এই নিবন্ধের শেষের দিকে বলা হয়েছে, “ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় যে, আজ পর্যন্ত কোরবানীর কারণে পৃথিবীর কোথাও পশুর অভাব দেখা দেয়নি। বরং বিশ্বের যেখানে কোরবানীর প্রচলন নেই বা তুলনামূলক কম সেখানেই পশুর অভাব পরিলক্ষিত”। এমন অলীক বক্তব্য কেবল হাসির উদ্দেশ্যেই ঘটাতে পারে, এর মধ্যে কোন বাস্তবতার প্রতিফলন পাওয়া যায় না। বিশ্বের পশু সম্পদে উন্নত প্রধান প্রধান দেশগুলো যেমন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নেদারল্যান্ড, ভারত, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি কোন দেশই ইসলামী দেশ নয়। একমাত্র ভারতেই বিশ্বের ১/৩ অংশ গবাদী পশু রয়েছে। ভারতীয় গরু এদেশে যদি বৈধ ও অবৈধ পথে প্রবেশ না করতো তাহলে এদেশের গোমাংসভোজী মুসলমানদের রসনাকে অনেকাংশেই অপরিচিন্ত রাখতে হত। আমাদের দেশের পশু সম্পদের হাল অবস্থা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। অস্ট্রেলিয়াতে মাঝে মাঝে পশুর সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, গুলি করে পশু হত্যা করে তার সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়।

ভাবাবেগ ও বাস্তব চিত্র যখন বিপরীত হয় তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু থাকে? এই অন্ধ ভাবাবেগের কারণেই আমরা এখনও যুক্তি ও বিজ্ঞানকে নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচ গ্রহণ করতে পারিনি।

আজ সময় এসেছে নিজেদের অবস্থান খতিয়ে দেখার। ভাবাবেগ ও অন্ধবিশ্বাস আমাদের যা দিয়েছে তা হল পশ্চাৎপদতা।

আমরা খুব সহজেই ধর্মীয় উন্মাদনায় মানুষের মুন্ডুপাত করতে পারি। নিজ ধর্মকে সেরা ভেবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষতে জল সিঞ্চন বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এখন অবধি যত মানুষ অন্য মানুষের দ্বারা খুন হয়েছে, বাস্তবচ্যুত হয়েছে, সম্পদ হারিয়েছে তার সংখ্যা ও পরিমাণ অগণ্য। মনুষ্য-সৃষ্ট কারণ (যেমন যুদ্ধ) বা প্রাকৃতিক কারণে (যেমন ভূমিকম্প) থেকে অনেক অনেক বেশি। ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যত দাঙ্গা, ধর্মযুদ্ধ, উদ্বাস্তু সৃষ্টি ইত্যাদি হয়েছে তা যদি একসাথেই ঘটত তবে মনে হয় সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি কয়েক শতবার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত।

